জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০১৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে
চতুর্থ শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়

চতুর্থ শ্রেণি

২০২৫ শিক্ষাবর্ষের জন্য পরিমার্জিত

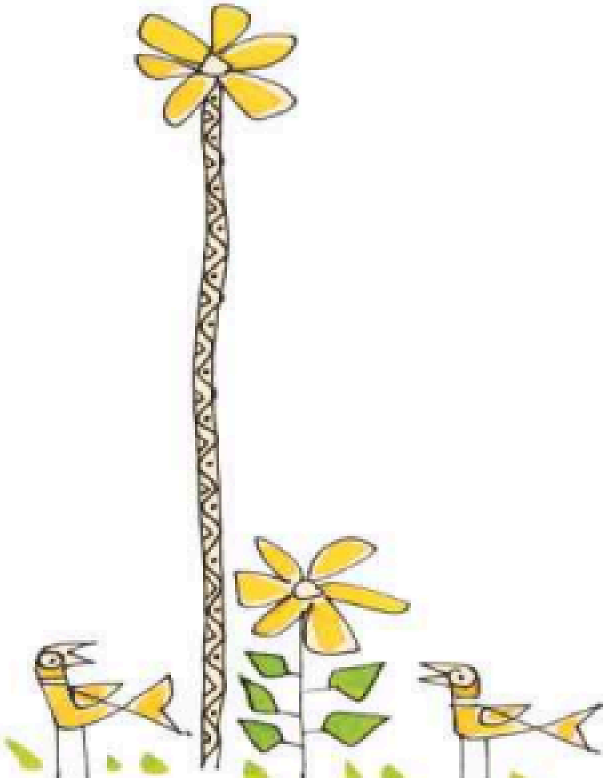

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০

কর্তৃক প্রকাশিত

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

প্রথম সংস্করণ রচনা ও সম্পাদনা

ড. মাহবুবা নাসরীন

ড. আব্দুল মালেক

ড. ইশানী চক্রবর্তী

ড. সেলিনা আক্তার

শিল্প সম্পাদনা

হাশেম খান

প্রথম মুদ্রণ : সেপ্টেম্বর ২০১২

পরিমার্জিত সংস্করণ : সেপ্টেম্বর ২০১৫

পুনর্মুদ্রণ : জুলাই ২০২৩

পরিমার্জিত সংস্করণ : অক্টোবর ২০২৪

ডিজাইন

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন চতুর্থ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে:

প্রসঙ্গকথা

প্রাথমিক স্তর শিক্ষার ভিত্তিভূমি। প্রাথমিক শিক্ষা সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যমুখী ও পরিকল্পিত না হলে গোটা শিক্ষাব্যবস্থাই দুর্বল হয়ে পড়ে। এই বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে ২০১০ সালের শিক্ষানীতিতে প্রাথমিক স্তরকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বিশ্বের উন্নত দেশসমূহের সাথে সংগতি রেখে প্রাথমিক স্তরের পরিসর বৃদ্ধি এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক করার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্তর এবং ধর্ম-বর্ণ কিংবা লৈঙ্গিক পরিচয় কোনো শিশুর শিক্ষাগ্রহণের পথে যেন বাধা না হয়ে দাঁড়ায় এ বিষয়েও বিশেষ দৃষ্টি রাখা হয়েছে।

প্রাথমিক শিক্ষাকে যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) একটি সমন্বিত শিক্ষাক্রম গ্রহণ করেছে। এই শিক্ষাক্রমে একদিকে শিক্ষাবিজ্ঞান ও উন্নতবিশ্বের শিক্ষাক্রম অনুসরণ করা হয়েছে, অন্যদিকে বাংলাদেশের চিরায়ত শিখন-শেখানো মূল্যবোধকেও গ্রহণ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে শিক্ষাকে অধিকতর জীবনমুখী ও ফলপ্রসূ করার প্রয়াস বাস্তব ভিত্তি পেয়েছে। বিশ্বায়নের বাস্তবতায় শিশুদের মনোজাগতিক অবস্থাকেও শিক্ষাক্রমে বিশেষভাবে বিবেচনায় রাখা হয়েছে।

শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান-উপকরণ হলো পাঠ্যপুস্তক। এই কথাটি মাথায় রেখে এনসিটিবি প্রাথমিক স্তরসহ প্রতিটি স্তর ও শ্রেণির পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নে সবসময় সচেষ্ট রয়েছে। প্রতিটি পুস্তক রচনা ও সম্পাদনার ক্ষেত্রে শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। শিশুমনের বিচিত্র কৌতূহল এবং ধারণক্ষমতা সম্পর্কে রাখা হয়েছে সজাগ দৃষ্টি। শিখন-শেখানো কার্যক্রম যেন একমুখী ও ক্লান্তিকর না হয়ে আনন্দের অনুষঙ্গ হয়ে ওঠে সেদিকটি শিক্ষাক্রম এবং পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। আশা করা যায়, প্রতিটি বই শিশুদের সুষম মনোদৈহিক বিকাশের সহায়ক হবে। একই সাথে তাদের কাঙ্ক্ষিত দক্ষতা, অভিযোজন সক্ষমতা, দেশপ্রেম ও নৈতিক মূল্যবোধ অর্জনের পথকেও সুগম করবে।

বাংলাদেশের সমাজ, পরিবেশ, ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, মৌলিক চাহিদা, শিশুদের অধিকার ও দায়িত্ব-কর্তব্য, সমাজে সকল মানুষের সাথে সহযোগিতা ও সহমর্মিতাবোধ, সুনাগরিক হয়ে ওঠার গুণাবলি অর্জন, অন্যের সংস্কৃতি ও পেশার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া, সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার ও সংরক্ষণ, সামাজিক পরিবেশ ও দুর্যোগ, জনসংখ্যা ও জনসম্পদ ইত্যাদি বিষয়গুলো বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে চতুর্থ শ্রেণির 'বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়' পাঠ্যপুস্তকে বিশেষভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

বইটি রচনা, সম্পাদনা ও পরিমার্জনে যেসব বিশেষজ্ঞ ও শিক্ষক নিবিড়ভাবে কাজ করেছেন তাঁদের বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জানাই। কৃতজ্ঞতা জানাই তাঁদের প্রতিও যাঁরা অলংকরণের মাধ্যমে বইটিকে শিশুদের জন্য চিত্তাকর্ষক করে তুলেছেন। ২০২৪ সালের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে প্রয়োজনের নিরিখে পাঠ্যপুস্তকসমূহ পরিমার্জন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে ২০১২ সালের শিক্ষাক্রম অনুযায়ী প্রণীত পাঠ্যপুস্তকটিকে ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। সময় স্বল্পতার কারণে কিছু ভুলত্রুটি থেকে যেতে পারে। সুধিজনের কাছ থেকে যৌক্তিক পরামর্শ ও নির্দেশনা পেলে সেগুলো গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় নেওয়া হবে।

পরিশেষে বইটি যাদের জন্য, সেই কোমলমতি শিক্ষার্থীদের সার্বিক কল্যাণ কামনা করছি।

অক্টোবর ২০২৪

প্রফেসর ড. এ কে এম রিয়াজুল হাসান
চেয়ারম্যান
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

শিক্ষক নির্দেশনা

বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় পাঠ্যপুস্তক শিশুদের পারিপার্শ্বিক জগৎ সম্পর্কে অবহিত করার লক্ষ্যে প্রণয়ন করা হয়েছে। শিক্ষার্থীরা যাতে এই বিষয়টির মাধ্যমে মূল্যবোধ, জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করতে পারে সেদিকে লক্ষ রেখেই শিক্ষাক্রম তৈরি করা হয়েছে।

- বাংলাদেশের সংস্কৃতি, মুক্তিযুদ্ধ, ধর্ম ও রাজনৈতিক ভূখণ্ড সম্পর্কিত পাঠ শিক্ষার্থীদের মূল্যবোধ গঠনে সহায়ক হবে।
- ভূগোল, ইতিহাস ও সমাজ পরিচিতি শিক্ষার্থীদের এ বিষয়গুলোতে জ্ঞান অর্জনে সাহায্য করবে।
- একই সাথে সামাজিক আচরণ ও প্রাকৃতিক অবস্থা সম্পর্কিত তথ্যসংগঠন ও বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণ করার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা অনুসন্ধান ও গবেষণা করার দক্ষতা অর্জন করবে।

বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় পাঠ্যপুস্তকটির সাথে শিক্ষার্থীরা এখন পরিচিত। কিন্তু তারা এখনও পঠনে সাবলীলতা অর্জন করেনি এবং পাঠ্যপুস্তকের অনুশীলনী করতে অভ্যস্ত নয়। তাই পাঠ্যপুস্তকটিকে শিশুদের জীবন উপযোগী করতে শিক্ষকের সহায়তা আবশ্যক। এজন্য বইটির সকল পাঠ ও নির্দেশিত কাজ চতুর্থ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য আকর্ষণীয়, বয়স উপযোগী এবং ব্যবহারযোগ্য করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করা হয়েছে। শিক্ষার্থীদের বিষয়ভিত্তিক শব্দের জ্ঞান বৃদ্ধির লক্ষ্যে বইয়ের শেষে শব্দভাণ্ডার দেওয়া হয়েছে।

অধ্যায়

এই পাঠ্যপুস্তকে ১৬টি অধ্যায় আছে। অধ্যায়গুলোকে সমাজ, ব্যক্তির আচরণ, ভূগোল, ইতিহাস ও সংস্কৃতি ইত্যাদি বিষয়বস্তুতে বিভাজন করা হয়েছে। শিক্ষাক্রমে, বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়টির জন্য প্রতিটি অধ্যায়ে নির্দিষ্ট অর্জন উপযোগী যোগ্যতা নির্ধারিত রয়েছে। এই অর্জন উপযোগী যোগ্যতাগুলো সামনে রেখেই প্রতিটি অধ্যায়ের বিষয়বস্তু সাজানো হয়েছে। এ ব্যাপারে শিক্ষক সহায়িকায় বিশদ বর্ণনা দেওয়া আছে।

বিষয়বস্তু

প্রতিটি অধ্যায়কে ২ থেকে ৫টি বিষয়বস্তুতে ভাগ করা হয়েছে। প্রতিটি বিষয়বস্তুতে একটি বিশেষ দিককে নির্দিষ্ট করে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি বিষয়বস্তুকে দুটি পৃষ্ঠায় বিস্তৃত করা হয়েছে, যেখানে পাঠ উপস্থাপন করা হয়েছে বাম দিকের পৃষ্ঠায় এবং নির্ধারিত কাজ ও প্রশ্ন দেওয়া হয়েছে ডান দিকের পৃষ্ঠায়। এর ফলে শিক্ষক সহজেই পাঠের সাথে শিখন কার্যক্রমকে সমন্বয় করতে পারবেন এবং শিক্ষার্থীরাও সহজেই নির্দেশিত কাজের জন্য প্রয়োজনীয় পাঠ পাশের পৃষ্ঠায় খুঁজে পাবে।

পাঠ

১৬টি অধ্যায়ের প্রত্যেক বিষয়বস্তুকে একাধিক পাঠে বিভাজন করা হয়েছে। যেকোনো বিষয়বস্তুর প্রথম পাঠে শিক্ষক সেই বিষয়টির মূল পাঠ্যাংশ বই থেকে পড়াবেন ও বলার কাজ (এসো বলি) করাবেন এবং দ্বিতীয় পাঠে লেখার কাজ (এসো লিখি), সংযোজনের কাজ (আরও কিছু করি) এবং যাচাই (যাচাই করি) এর কাজ করাবেন।

শিক্ষাক্রমে, বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ের অধ্যায়ভিত্তিক শিখনফল দেওয়া আছে। এই শিখনফলগুলো শিক্ষক সংস্করণে প্রতিটি পাঠের সাথে নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। এর মাধ্যমে শিক্ষক প্রতিটি শিখনফল অর্জন হচ্ছে কি না তা লক্ষ রাখতে পারবেন।

নির্ধারিত কাজ

বইটিতে মূল পাঠ্যাংশের পাশাপাশি প্রশ্ন ও কাজের সমান গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, কারণ এসব কিছুই শিখন প্রক্রিয়ার একটি অপরিহার্য অংশ। শিক্ষার্থীরা শুধু পড়ে এবং মুখস্থ করার উপর নির্ভর করে শিখতে পারে না। তারা প্রশ্নোত্তর, তথ্য সংগঠন এবং অনুসন্ধানের মাধ্যমে শেখে।

শিক্ষকের জন্য পরামর্শ থাকবে, শিক্ষার্থীদের প্রাথমিক ধারণা বা জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে পাঠ শুরু করে প্রয়োজনমতো চারপাশের উদাহরণ ব্যবহার করা। প্রতিটি বিষয়বস্তুর ওপর প্রশ্ন ও কাজ ক্রমান্বয়ে সহজ থেকে কঠিন করা হয়েছে এবং এর মাধ্যমে নিম্নলিখিত দক্ষতাগুলোর অনুশীলন ও সৃজনশীলতার বিকাশ হবে।

এসো বলি : বলার কাজে নিজস্ব ধারণা প্রকাশ করতে এবং অনেকটা অনানুষ্ঠানিকভাবে এ দক্ষতা অর্জন করতে শিক্ষার্থীদের অনুপ্রাণিত করতে হবে। 'এসো বলি'-তে শিক্ষার্থীদের শ্রেণির কাজে সবার সাথে আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে উৎসাহিত করতে হবে এবং শিক্ষকের কাজ হবে শিক্ষার্থীদের উত্তর বোর্ডে লিখে দেওয়া। বোর্ডের লেখা দেখে শিক্ষার্থীরা সঠিক বানান শিখতে পারবে যা তাদের লেখার কাজে সহায়তা করবে।

এসো লিখি : লেখার কাজ ক্রমান্বয়ে সহজ থেকে কঠিন করা হয়েছে। যেমন, শিক্ষার্থীরা প্রথমে তালিকা তৈরি করবে, এরপর তথ্য বিভাজন ও শ্রেণিকরণের কাজ করবে এবং আরও পরে বাক্য সম্পন্ন করার কাজ করবে।

আরও কিছু করি : এই অংশের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের বিষয়বস্তুর ওপর জ্ঞান আরও বৃদ্ধি পাবে, যেমন- অঙ্কন বা গবেষণার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা বিষয়ের আরও গভীরে যাবে। যদিও 'আরও কিছু করি'র কাজগুলো পরিকল্পনা ও পরিচালনা করতে কিছু সময় বেশি লাগবে, তারপরও এগুলো শিক্ষার্থীদের জন্য স্মরণীয় শিখন অভিজ্ঞতা হয়ে থাকবে।

যাচাই করি : গাঠনিক মূল্যায়নের জন্য প্রতিটি বিষয়বস্তুর শেষে 'যাচাই করি' অংশ দেওয়া হয়েছে। এখানে আছে বহুনির্বাচনি প্রশ্ন, শূন্যস্থান পূরণ, মিলকরণ এবং সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন। এ ছাড়াও পুস্তকের শেষে নমুনা প্রশ্ন দেওয়া আছে।

শিক্ষার্থীদের কাজে বৈচিত্র্য আনার জন্য বিভিন্ন ধরনের দলীয়, জোড়ায় ও একক কাজ সংযোজন করা হয়েছে। শিক্ষক সিদ্ধান্ত নেবেন, কোন কাজের জন্য কী উপায়ে শিক্ষার্থীদের দলে ভাগ করা হবে। এর ফলে শিক্ষার্থীরা আগে থেকেই বুঝতে পারবে কোন কাজের জন্য কীভাবে প্রস্তুতি নিতে হবে ও দলে ভাগ হতে হবে।

মূল্যায়ন

সর্বোপরি, শব্দভান্ডারের আগে শিক্ষার্থীদের সামষ্টিক মূল্যায়নের সহায়তার জন্যে পাঠ্যপুস্তকের শেষে অধ্যায়ভিত্তিক কিছু নমুনা প্রশ্ন সংযোজন করা হয়েছে।

সূচিপত্র

১ আমাদের পরিবেশ ও সমাজ	২
২ সমাজে পরস্পরের সহযোগিতা	৬
৩ বাংলাদেশের বিভিন্ন নৃ-গোষ্ঠী	১০
৪ নাগরিক অধিকার	১৮
৫ মূল্যবোধ ও আচরণ	২৪
৬ পরমতসহিষ্ণুতা	২৮
৭ কাজের মর্যাদা	৩২
৮ সামাজিক প্রতিষ্ঠান এবং রাষ্ট্রীয় সম্পদ	৩৮
৯ এলাকার উন্নয়ন	৪৪
১০ এশিয়া মহাদেশ	৪৮
১১ বাংলাদেশের ভূপ্রকৃতি	৫২
১২ দুর্যোগ মোকাবিলা	৬০
১৩ বাংলাদেশের জনসংখ্যা	৬৬
১৪ আমাদের ইতিহাস	৭০
১৫ আমাদের মুক্তিযুদ্ধ	৭৪
১৬ আমাদের সংস্কৃতি	৮০
• নমুনা প্রশ্ন	৮৬
• শব্দভান্ডার	৯০

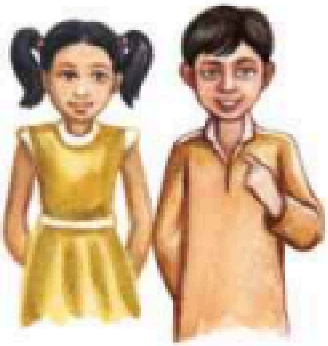

অধ্যায় ১

আমাদের পরিবেশ ও সমাজ

১ প্রাকৃতিক পরিবেশের বৈচিত্র্য

প্রকৃতির বিভিন্ন উপাদান নিয়ে প্রাকৃতিক পরিবেশ গঠিত হয়। প্রকৃতির উপাদানগুলো হলো মাটি, পানি, বাতাস, তাপ, আলো, গাছপালা, সাগর-মহাসাগর, নদী, পশু-পাখিসহ নানা প্রাণী ইত্যাদি। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে বৈচিত্র্য রয়েছে। কোনো অঞ্চল তুষারে ঢাকা। আবার কোনো কোনো অঞ্চল শুষ্ক মরুভূমি। বিভিন্ন স্থানের জলবায়ুর মধ্যেও রয়েছে ভিন্নতা। কোথাও জলবায়ু শীতল কোথাও উষ্ণ কোথাও আবার নাতিশীতোষ্ণ। কোনো স্থান শুষ্ক, কোথাও বৃষ্টির পরিমাণ বেশি।

শুষ্ক পরিবেশ

বৃষ্টিভেজা পরিবেশ

বাংলাদেশের উত্তর ও দক্ষিণ অঞ্চলের প্রাকৃতিক পরিবেশে ভিন্নতা রয়েছে। উত্তর অঞ্চলের ভূমি উঁচু, নদ-নদীর সংখ্যা কম। গ্রীষ্মকালে অনেক গরম পড়ে। শীতকালে বেশ ঠান্ডা পড়ে। আবার দেশের দক্ষিণ অঞ্চলের ভূমি নিচু, সেখানে অনেক নদী মিলিত হয়েছে। খাল-বিল ও জলাশয় আছে প্রচুর। আবার উত্তর পূর্বে আছে হাওড়-বাওড়। এসব কারণে এ অঞ্চলে বন্যার প্রবণতা বেশি। আবার দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমে আছে উপকূলীয় বনাঞ্চল, যেখানে জলাবদ্ধতা ও লবণাক্ততার পরিমাণ বেশি। তেমনি বড় জলোচ্ছ্বাসের সংখ্যাও কম নয়। দক্ষিণে ঢাল হয়ে সুন্দরবন আমাদের এসব দুর্যোগ থেকে অনেকখানি রক্ষা করে।

২০২৫

ক | এসো বলি

শিক্ষকের সহায়তায় শ্রেণিতে তোমার এলাকার প্রাকৃতিক পরিবেশ নিয়ে আলোচনা কর।

- অঞ্চলটির ভূমি কেমন?
- জলবায়ু কেমন?

খ | এসো লিখি

বাংলাদেশের উত্তর ও দক্ষিণ অঞ্চলের পার্থক্য লেখ। কাজটি একজন সহপাঠীর সাথে কর।

বাংলাদেশের উত্তর অঞ্চল	বাংলাদেশের দক্ষিণ অঞ্চল

গ | আরও কিছু করি

প্রকৃতির বিভিন্ন অঞ্চলের ছবি সংগ্রহ কর : তুষারে ঢাকা অঞ্চল, মরুভূমি, পাহাড়, সাগর।

ঘ | যাচাই করি

প্রাকৃতিক পরিবেশের কারণে অঞ্চলভেদে যে পার্থক্যগুলো দেখা যায়, তার দুইটি বৈশিষ্ট্য লেখ।

২ সামাজিক পরিবেশ ও প্রকৃতি: পারস্পরিক প্রভাব

প্রাকৃতিক পরিবেশ ছাড়াও সামাজিক পরিবেশ রয়েছে। মানবসৃষ্ট উপদান নিয়ে সামাজিক পরিবেশ গঠিত। যেমন, বাড়ি, বিদ্যালয়, খেলার মাঠ ইত্যাদি। একই সাথে সমাজের বিভিন্ন কাজ যেমন, কৃষি ও পরিবহন ব্যবস্থাও সামাজিক পরিবেশের অংশ।

আমাদের সামাজিক পরিবেশ প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর নির্ভরশীল। কোনো অঞ্চলে ঠান্ডা বেশি আবার কোনো অঞ্চলে গরম বেশি। যেখানে শীত বেশি সেখানে আমরা শীতের প্রকোপ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য মোটা জামা-কাপড় পরি। এ সময়ে আমরা ভিন্ন ধরনের খাবার খাই। এমনভাবে ঘরবাড়ি তৈরি করি যেন ঘর গরম থাকে। শুষ্ক এলাকায় গাছ ও ফসল কম জন্মে। এছাড়া যেসব এলাকায় জলাশয় ও নদ-নদী বেশি, সেসব এলাকায় মাছের চাষ বেশি হয় এবং সহজেই সেচের কাজও করা যায়। শুষ্ক এলাকায় জীবিকা ও উর্বর বা জলজ এলাকায় জীবিকা ও জীবনপ্রণালিসহ সংস্কৃতি আলাদা হয়।

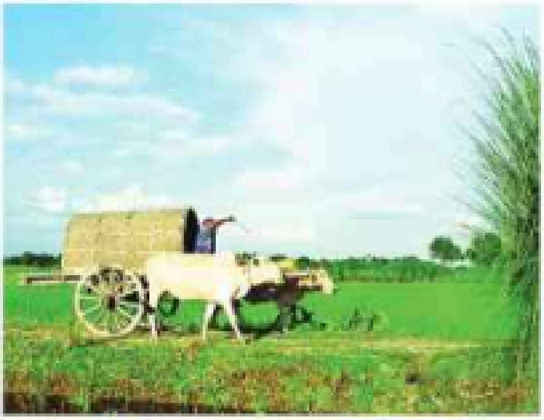
এ ধরনের প্রাকৃতিক পরিবেশে চাষের কাজ হয় বেশি

যেখানে জলাশয় ও নদ-নদী বেশি সেখানে পরিবহনের প্রধান মাধ্যম নৌকা

সামাজিক পরিবেশও প্রকৃতির উপর প্রভাব ফেলে। মানুষ তার জীবনধারণের প্রয়োজনে প্রযুক্তি আবিষ্কার করেছে, যা আমাদের প্রকৃতির উপর অনেক সময় দূষণ ও সমস্যা তৈরি করেছে। উন্নত জীবনযাপনের জন্য নানা অবকাঠামো যেমন বাড়ি, রাস্তা, সেতু, কারখানা বানাতে গিয়ে গাছ কেটে, নদী ভরাট করে প্রকৃতিকে ধ্বংস করা হয়েছে, যা অগ্রহণযোগ্য। তাই আমাদের পরিবেশ নিয়ে সচেতন হতে হবে। আমাদের বেশি করে গাছ লাগানো উচিত। প্রচুর গাছপালা থাকলে আবহাওয়া ঠান্ডা থাকে, বায়ু দূষণ কমে এবং বৃষ্টিপাত হয়। বৃষ্টি মাটির জন্য উপকারী। আমাদের প্লাস্টিকের ব্যবহার বন্ধ করতে হবে যাতে দূষণ কমে।

ক | এসো বলি

পৃষ্ঠা ২ ও ৪ দেখ, সেখানে চার ধরনের যানবাহনের ছবি দেওয়া আছে। যানবাহনগুলো ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশে কেন উপযুক্ত তা শিক্ষকের সহায়তায় শ্রেণিতে আলোচনা কর।

খ | এসো লিখি

প্রাকৃতিক পরিবেশ কীভাবে আমাদের সামাজিক কাজকে প্রভাবিত করে তার উদাহরণ দাও।

বৃষ্টিভেজা পরিবেশ	শুষ্ক পরিবেশ

গ | আরও কিছু করি

প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর জলবায়ুর প্রভাব আলোচনা কর।

ঘ | যাচাই করি

প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর সমাজের প্রভাব কমাতে আমরা কী করতে পারি?

অধ্যায় ২

সমাজে পরস্পরের সহযোগিতা

১ নারী ও পুরুষ

পরিবারে আমরা সবাই মিলেমিশে শান্তিতে বসবাস করি। মা-বাবা ও ভাই-বোন নিয়ে আমাদের পরিবার। কোনো কোনো পরিবারে দাদা-দাদি ও অন্যান্য আত্মীয়-পরিজন থাকেন। আমরা যেমন আমাদের মা-বাবাকে শ্রদ্ধা করি, তেমনি তাঁরাও তাদের পিতা-মাতাকে শ্রদ্ধা করেন ও ভালোবাসেন। আর তাঁরা সন্তানদের ভালোবাসেন এবং তাদের লালন-পালনের দায়িত্ব নেন।

একটি পরিবারে মেয়ে ও ছেলে শিশু সবাই সমান। সবারই সমান পুষ্টি, শিক্ষাগ্রহণ ও অন্যান্য সুযোগের অধিকার রয়েছে। পরিবারের বিভিন্ন কাজে ছেলে-মেয়ে সকলেরই অংশগ্রহণ করা প্রয়োজন।

বর্তমান সময়ে নারী ও পুরুষ সবাই ঘরে ও বাইরে কাজ করেন। সবখানেই নারী ও পুরুষকে সমান চোখে দেখা উচিত। নারী ও পুরুষ উভয়ের সব ধরনের কাজ করার যোগ্যতা রয়েছে।

আমাদের দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক নারী ও অর্ধেক পুরুষ। দেশের উন্নয়নে নারী ও পুরুষের সমান অবদান রয়েছে। কাজেই নারী ও পুরুষের মাঝে কোনো বৈষম্য করা উচিত নয়।

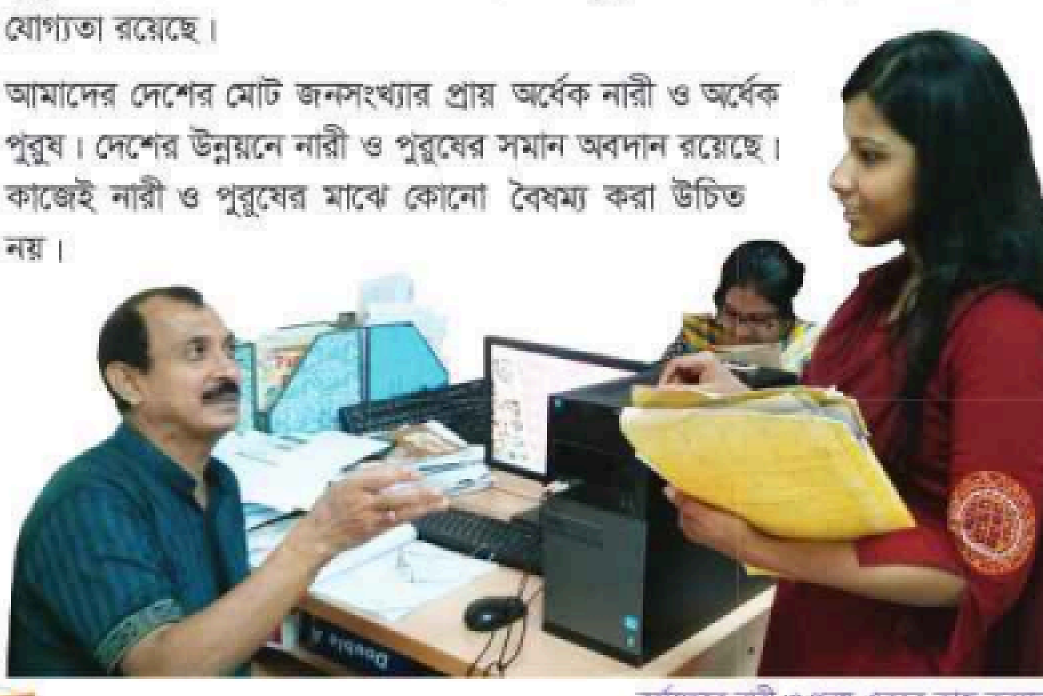

কর্মক্ষেত্রে নারী ও পুরুষ একত্রে কাজ করছেন

ক | এসো বলি

শিক্ষকের সহায়তায় শ্রেণিতে আলোচনা কর।

- তোমার দেখা কোনো পরিবারে ছেলে ও মেয়ে শিশুকে কি একই সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয়?
- শিক্ষাক্ষেত্রে কি ছেলে ও মেয়েদের সমান সুযোগ আছে? তোমার আশপাশে কী দেখো?
- সকল ক্ষেত্রে মেয়ে ও ছেলে শিশুকে সমান সুযোগ দেওয়া উচিত কেন?

খ | এসো লিখি

নিচের টেবিলে প্রথম কলামে এমন কয়েকটি কাজের নাম লেখ, যে কাজগুলো শুধু পুরুষদের করতে দেখা যায়। দ্বিতীয় কলামে কয়েকটি কাজের নাম লেখ, যে কাজগুলো নারী ও পুরুষ দুইজনকেই করতে দেখা যায়। তৃতীয় কলামে নারীরা সাধারণত যে কাজগুলোতে অংশ নেন, সে কাজগুলোর নাম লেখ। কাজটি একজন সহপাঠীকে সঙ্গে নিয়ে কর।

পুরুষ	নারী ও পুরুষ	নারী

গ | আরও কিছু করি

পরিবারের একটি মজার বিষয় নিয়ে আলোচনা কর। নিজেদের মধ্যে কয়েকটি বিষয় তুলনা করে দেখ। ছেলে ও মেয়েরা কি একই ধরনের খেলনা দিয়ে খেলে? তারা কি একই বিষয় নিয়ে আগ্রহ প্রকাশ করে? একই রকম ও আলাদা বিষয়গুলো নিয়ে একটি তালিকা তৈরি কর।

ঘ | যাচাই করি

উপযুক্ত শব্দ দিয়ে বাক্যটি সম্পূর্ণ কর।

মানুষকে সমানভাবে না দেখাকে বলে ....

২ সামাজিক বিভিন্নতা ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশু

আমরা বিভিন্ন সামাজিক অবস্থান থেকে এসেছি।

- ✓ সকলের মাতৃভাষা এক নয়
- ✓ কারও ধর্ম আলাদা
- ✓ অনেকের মা-বাবার পেশা ভিন্ন
- ✓ অনেকের বিশেষ চাহিদা রয়েছে।

অনেক শিক্ষার্থী আছে যাদের পারিবারিক অবস্থার মধ্যে ভিন্নতা রয়েছে। যেমন, অনেকে শিশু বয়সেই মা-বাবার সাথে **আয়-রোজগারের** কাজ করে। আর এ কারণে অনেকে বিদ্যালয়ে আসতে পারে না। তাদের স্কুলে আসার অধিকার দরকার। সমাজে বৈচিত্র্য আমাদের মধ্যে সংহতি ও সহিষ্ণুতা বাড়ায়। বিভিন্ন ধরনের মানুষের বিচিত্র ভাবনা সমাজকে সমৃদ্ধ করে। তাই আমাদের বৈচিত্র্যকে গ্রহণ করতে হবে। যেমন যাদের ধর্ম বা ভাষা আলাদা তাদের কাছে পৃথিবী সম্পর্কে ভিন্ন অভিজ্ঞতা শেখা যায়। যা আমাদের মনের সংকীর্ণতা দূর করতে সাহায্য করে।

শ্রেণিতে কারও পড়া শিখতে একটু বেশি সময় লাগে। কারণ তার :

- ✓ দেখায় সমস্যা থাকতে পারে;
- ✓ শোনায় সমস্যা থাকতে পারে;
- ✓ কোনো শারীরিক অসুবিধা থাকতে পারে;
- ✓ কোনো মানসিক সমস্যা থাকতে পারে।

বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন সহপাঠীকে সাহায্য করা

যারা এই ধরনের সমস্যায় ভোগে তাদের জন্য আমরা কী করতে পারি? আমাদের মনে রাখতে হবে, যেকোনো শিশুরই এই ধরনের সমস্যা থাকতে পারে। কাজেই তাদের বিদ্যালয়ে আসতে উৎসাহিত করতে হবে। তাদের মনে কষ্ট দেওয়া আমাদের উচিত নয়। তাদের জীবন কীভাবে সহজ করা যায় তা আমাদের ভাবতে হবে। প্রয়োজনে আমরা সবাই সবার পাশে দাঁড়াব এবং সহযোগিতা করব। আমরা সবাইকে মানুষ হিসেবে মর্যাদা দিতে শিখব, যাতে প্রত্যেকে তার সম্ভাবনাকে বিকশিত করতে সুযোগ পায়।

ক | এসো বলি

সামাজিক বৈচিত্র্য নিয়ে শিক্ষকের সহায়তায় শ্রেণিতে আলোচনা কর।

- বৈচিত্র্যের ফলে আমাদের সমাজ কীভাবে সমৃদ্ধ হয়?
- বিদ্যালয়ে/শ্রেণিকক্ষে কী কী ধরনের চাহিদার শিশু থাকতে পারে?

খ | এসো লিখি

শ্রেণিতে শিক্ষার্থীরা কী ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হতে পারে এবং কীভাবে তাদের সহায়তা প্রদান করা যায়, তা নিচের ছকে লেখ। কাজটি একজন সহপাঠীকে সঙ্গে নিয়ে কর।

সমস্যা	আমরা কীভাবে সাহায্য করতে পারি

গ | আরও কিছু করি

প্রতিদিন অন্যের জন্য একটি ভালো কাজ করার চেষ্টা কর। তারপর প্রতিদিনের সেই ভালো কাজগুলো ডায়রিতে লিখে রাখ।

ঘ | যাচাই করি

বাম পাশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল কর :

ক. আমরা যদি কাউকে খারাপ কথা বলি	তাদের চলাচলে সাহায্য করব।
খ. যার বাংলা বুঝতে সমস্যা হয়	তাদের শ্রেণিতে সামনে বসতে দেব।
গ. যার হাঁটা-চলায় সমস্যা আছে	তারা কষ্ট পাবে।
ঘ. আমাদের কোনো সহপাঠীর যদি দেখার বা শোনার সমস্যা থাকে	তাদের ভাষা বুঝতে সাহায্য করব।